বেজিং ওলিম্পিকসে ব্রোঞ্জ জয়ই সেরা স্মৃতি: বিজেন্দর

অভিজিৎ সরকার

লড়াই তাঁর রক্তে। ফলে বিজেন্দর সিং জানেন, একজন ভারতীয় ক্রীড়াবিদকে প্রতিষ্ঠা পেতে কতটা ত্যাগ ও লড়াই করতে হয়। মঙ্গলবার কলকাতায় এসে ভারতের সেরা পেশাদার বক্সার আরও একবার কুর্নিশ করলেন হিমা দাসকে। অসমের এই অ্যাথলিট সম্প্রতি অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে ৪০০ মিটারে সোনা জিতেছেন। এদিন দুপুরে 'দ্য নিউটাউন স্কুল কলকাতায়' ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মোটিভেশনাল সেশনে অংশ নেওয়ার পর বিজেন্দর বললেন, 'আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, হিমা দাসের মতো প্রতিভাবান অ্যাথলিটের পারফরম্যান্স ধরে রাখতে হলে সরকারি বা বিভিন্ন মহল থেকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এদেশের অ্যাথলিটরা অনেক কষ্ট করে প্রতিষ্ঠা পায়।'

ভারতীয় বক্সিংয়ের 'পোস্টার বয়'কে কাছে পেয়ে নিউটাউন স্কুলের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নের ডালি উপচে দিল। তাতে যা বোঝা গেল, তাতে অনায়াসেই বিজেন্দরের জীবন নিয়ে বায়োপিক হতে পারে। পিছনে ফেলে আসা জীবন মনে রেখেই পেশাদার বক্সিংয়ের সর্বোচ্চ শিখর ছুঁতে মরিয়া ছ'ফুট দু'ইঞ্চি উচ্চতার এই বক্সার। প্রো-বক্সিংয়ে ঈর্ষনীয় ট্র্যাক রেকর্ড একদা বলিউডে বিচরণ করা বিজেন্দরের। ১০টি বাউটের সবকটিতে জিতেছেন। ১২ রাউন্ডের লড়াইয়ে সাতটিতে প্রতিপক্ষকে নক-আউট করেছেন। ঝুলিতে রয়েছে ডব্লুবিও এশিয়া প্যাসিফিক এবং ওরিয়েন্টাল সুপার মিডলওয়েট খেতাব। তাঁকে রোল মডেল করে ভারতের অনেক অ্যামেচার বক্সার পেশাদার বক্সিংয়ের দিকে পা বাড়াচ্ছেন। এই ট্রেন্ড ইতিবাচক বলেই মনে করছেন বিজেন্দর। বললেন, 'দেখুন, অনেক ছোট বয়স থেকে রিংয়ে লড়ছি। আমার দাদু মেজর সুবেদার ছিলেন। তিনিই আমার বক্সিংয়ে আসার প্রেরণা। অ্যামেচার বক্সিংয়ে প্রায় সব খেতাব জেতা হয়ে গিয়েছে। তারপর ভাবলাম, বিশ্ব বক্সিংয়ে যাবতীয় সম্মান অর্জন করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই ২০১৫ সালে পেশাদার বক্সিংয়ে এলাম। তবে আর্থিক বিষয়টাও তো একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু সবেতেই একটা প্যাশন থাকা দরকার।'

ম্যাঞ্চেস্টারে কমনওয়েলথ সুপার মিডলওয়েট খেতাব জয়ের লক্ষ্যে বিজেন্দরের রিংয়ে নামার কথা ছিল গত ১৩ জুলাই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর প্রতিপক্ষ ব্রিটিশ বক্সার লি মার্কহ্যাম নাম প্রত্যাহার করে নেন। কমনওয়েলথ টাইটেল হোল্ডার রকি ফিল্ডিং অবসর নেওয়ায় এই খেতাব আপাতত কারও কাছে নেই। বিজেন্দরের প্রোমোটার আইওএস জানিয়েছে, চোটের জন্য লি মার্কহ্যাম নাম প্রত্যাহার করেছেন। তবে কী ধরনের চোট, বা কবে রিংয়ে নামতে পারবেন সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি লি। এই প্রসঙ্গে বিজেন্দর জানান, 'আশা করছি সেপ্টেম্বরে এই লড়াই হবে। নতুন প্রতিপক্ষ খুঁজছে আমার প্রোমোটার।' তবে যে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত বিজেন্দর।

প্রায় ছ'মাস বাদে রিংয়ে নামার সুযোগ পেয়েও নামতে না পারায় কিছুটা আশাহত বিজেন্দর। বিশেষ করে ম্যার্কহ্যাম সুপার মিডলওয়েটে বেশ ওজনদার বক্সার। ২২টি লড়াইয়ের মধ্যে ১৭টিতে জিতেছেন। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে কিটস রেখে কলকাতায় চলে এসেছেন বিজেন্দর। প্রায় ছ'মাস আগে জয়পুরে ঘানার আর্নেস্ট আমুজুকে ডাবল টাইটেল বাউটে হারিয়েছিলেন বিজেন্দর।

এই লড়াইয়ের আগে ম্যাঞ্চেস্টারে লি বিয়ার্ডের কাছে ট্রেনিংয়ের সময় রাশিয়া বিশ্বকাপের উন্মাদনা টের পেয়েছেন। প্রায় প্রতিটি ম্যাচ দেখেছেন। প্রিয় দল ইংল্যান্ড সেমি-ফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ায় কিছুটা হতাশ হয়েছেন বিজেন্দর। ইংল্যান্ডবাসীর সেই হতাশা-আবেগ ম্যাঞ্চেস্টারে বসেই উপলব্ধি করেছেন বিজেন্দর।

তাঁর চোখ জাকার্তা এশিয়ান গেমসের দিকে। ২০০৬ দোহা ও ২০১০ গুয়াংঝৌ এশিয়াডে যথাক্রমে ব্রোঞ্জ ও সোনা রয়েছে বিজেন্দরের ঝুলিতে। তাঁর বিশ্বাস, জাকার্তা থেকে ভারতের বক্সাররা আরও বেশি পদক আনবেন। তবে বিজেন্দরের সেরা সুখস্মৃতি ২০০৮ বেজিং ওলিম্পিকসে মিডলওয়েটে ব্রোঞ্জ জেতা।

আগামী প্রজন্মের কাছে আরও বেশি করে বক্সিংয়ের আসার আহ্বান বিজেন্দরের। এদিন স্কুলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলছিলেন, 'খুব কষ্টের খেলা। আমার একাধিকবার কপাল, ভ্রু ফেটেছে। নাকের হাড় ভেঙে চৌচির। এখনও সেই চোট আমাকে মাঝেমধ্যেই ভোগায়। কিন্তু মনে সাহস রাখো। লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও। এতদূর উঠে আসার পরও আমার কাছে বক্সিংই ধ্যানজ্ঞান। জিম, ট্র্যাক ও রিংয়ে কঠোর প্র্যাকটিসেই প্রায় সারাটা দিন কেটে যায়। সুইমিং পুলে নিত্য ৪০ ল্যাপ সাঁতার কাটি। অবসরে সুফি ও পাঞ্জাবি গান শুনি। কন্টিনেন্টাল ও সি ফুড খেতে ভালোবাসি। বক্সিংয়ের বাইরে ফুটবল ও টেনিস পছন্দ করি। সত্যিই বলছি, একান্তই বক্সার না হতে পারলে সেনাবাহিনীতে কাজ করতাম। 'জয় হিন্দ' বলে দেশের জন্য প্রাণ বলি দিতেও পিছুপা হতাম না। কিন্তু যখন ক্রীড়াবিদ হয়েছি, তখন একটা স্লোগান আউড়ে যাই। 'ইট হেলথি, স্টে হেলথি অ্যান্ড ওয়ার্ক আউট এভরি ডে'।